"আর প্রজাসৃষ্টি করিবেন না"—এইরূপ সঙ্কল্প করিলে শ্রীব্রহ্মা পুনরায় আসিয়া নানা প্রবোধ দেওয়াতে পুনরায় একসহস্র পুত্র সৃষ্টি করেন। তাঁহারাও পূর্ব্বের মত শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের সঙ্গে ও প্রসঙ্গে বিষয়-বিরক্ত ঐকান্তিক ভক্ত হয়েন। প্রজাপতি সেই সংবাদ শুনিয়া একবারে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ দক্ষপ্রজাপতিকেও ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভক্ত করিবার লালসায় যখন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়েন, তখন প্রজাপতি ক্রোধাবেশে শ্রীপাদ দেবর্ষিকে বহুতর ভর্ৎসন করেন। কেবল ভর্ৎসন করিয়াও নিবৃত্ত হয়েন নাই, পরে "একত্র অবস্থান হইবে না" বলিয়া অভিসম্পাতও করিয়াছেন। শ্রীনারদের নিকটে দক্ষপ্রজাপতির এইরূপ অপরাধের উৎপত্তিও দেখা যায়। এই অপরাধের মূল কারণ কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত শিবনিন্দাপরাধ। অতএব, প্রাচীন বা আধুনিক অপরাধ জন্য অভিনব অপরাধের উৎপত্তির কারণ নিজের ভজনোত্থিত অভিমান—ইহা সুস্পষ্টই দেখা যায়। এই রীতি অনুসারে যদি তাহার প্রাচীন বা আধুনিক কোনও অপরাধ না থাকে, তাহা হইলে একবারমাত্র ভজন করিলেই অর্থাৎ একবারমাত্র উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনামাদিতেই যেভক্তিফল প্রেমের উদয় হয়—তাহা যথার্থই বলা হইয়াছে।

এই অভিপ্রায়েই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ, কম্প, পুলকাদি গদগদাশ্রুধার॥
অনায়াসে সংসার-ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফল পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না করে অঙ্কুর॥

মরণকালে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে যথাকথঞ্চিৎ ভাবেও একবারমাত্রই ভজনের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ মৃত্যুকালে একবারমাত্র যেমন-তেমনভাবে শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদির মধ্যে কোন একতম ভজন করিলেই পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। যাহার পূর্ব্বজন্মে বা বর্ত্তমান জন্মে শ্রীভগবদারাধনাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহারই সেই সময়ে ভজনশক্তি নিজ সামর্থ্য প্রকাশ করেন বলিয়াই সেই অন্তিমকালেও শ্রীভগবানের